তারিখ ... 6 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

ভোরের কাগজ

### আপাতত ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইলে

# ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প স্থগিত

মানসুরা হুসাইন : আওয়ামী লীগ আমলে গৃহীত প্রকল্প অনুযায়ী দেশের ১২টি পুরাতন বৃহত্তর জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এর বদলে আপাতত দিনাজপুর, পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইলে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত একাধিক কর্তাব্যক্তি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সরকারের আর্থিক অসঙ্গতি এবং সিদ্ধান্তহীনতার ফলে অন্য ৯টি জেলায় শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনই সংশয়ের মধ্যে পড়লো।

আওয়ামী লীগ আমলে গৃহীত প্রকল্পে প্রস্তাবিত ১২টি জেলা হচ্ছে রংপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর, নোয়াখালী, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা এবং বগুড়া। 'একনেক' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের শিরোনাম সংশোধিত করে "দেশের ১২টি পুরাতন বৃহত্তর জেলায় (যেখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই) একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রথম পর্যায়ে ৬টি" রাখা হয়।

প্রকল্পের প্রাথমিক শিরোনামে ১২টি পুরাতন বৃহত্তর জেলা সদরের কথাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম পর্যায়ে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মনোনীত জেলাগুলো ছিল রাঙ্গামাটি, রংপুর, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুর।

সূত্রমতে, বর্তমানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৬ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৯০ কোটি টাকার একটি স্কিম করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

জানা যায়, পটুয়াখালী ও দিনাজপুর জেলার জন্য ৯ কোটি ৬৭ লাখ ২৩ হাজার করে ও টাঙ্গাইলের জন্য ১৬ কোটি ৫ লাখ ২৮ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। এ বরাদ্দের ১০ ভাগ বৃদ্ধি করে প্রকল্পের কাজ সমাধান করার একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয় চিন্তাভাবনা করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, প্রকল্পের প্রজেক্ট প্রোফাইল পাস করতে আরো এক বছর লাগবে এবং সরকার এ প্রকল্পে টাকা যোগাতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রকল্পটিতে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত ২৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা খরচ হলেও এখন পর্যন্ত একটি জেলাতেও বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রথম পর্যায়ের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ১৯৯৭ সালের ১ জুন থেকে ২০০২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৯০ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার কথা ছিল ২০০৭ সালের মধ্যে।

১৯৯৮ সালের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী এবং রংপুর জেলায় বিজ্ঞান ও

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

## ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

● প্রথম পাতার পর

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ জরুরি ভিত্তিতে শুরু হওয়ার কথা ছিল এবং সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন এবং জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছিল।

কিন্তু বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাঙ্গামাটি, রংপুর এবং গোপালগঞ্জের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে নোয়াখালী এবং পাবনাকে বাদ দিয়ে নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং ফরিদপুরকে এ প্রকল্পে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। জানা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই আর্থিক অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে প্রকল্পটি পুরোপুরি বাতিল করতে চায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর মন্ত্রীদের চাপে প্রকল্পটি চালু রাখতে বাধ্য হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, আপাতত যেসব জেলায় কার্যক্রম স্থগিত হয়ে আছে সেসব জায়গায় কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি, ফলে পুরো বিষয়টাতে এক ধরনের লুকোচুরি বিরাজ করছে।

বিএনপি সরকার তাদের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিনাজপুর, পটুয়াখালী এবং টাঙ্গাইল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ জন্য তিনজন উপাচার্যও নিয়োগদান করা হয়েছে। এ বছর থেকেই টাঙ্গাইলে একাডেমিক কার্যক্রম চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম চালু করার জন্যই প্রায় ৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন। টাঙ্গাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি কেনা বাবদ সাড়ে ১৭ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র সাড়ে ৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচতো আছেই। উল্লেখ্য, ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে টাঙ্গাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। পটুয়াখালী ও দিনাজপুরের জন্য সরকারের বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪ কোটি টাকা। এ বরাদ্দ থেকে মাত্র ২ কোটি টাকা পাওয়া গেলেও বাকি ২ কোটি টাকা সরকার দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। পটুয়াখালী এবং দিনাজপুরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে। তাই সেখানে কাজকর্ম কিছুদূর অগ্রসর হলেও জনমনে বিভ্রান্তি হয়েছিল। প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে কিনা অথবা প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরম্ভ হয়েছিল তা পূরণ হবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপকালে প্রকল্পের বর্তমান পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহফুজুল হক স্বীকার করেছেন, প্রকল্পের যতোটুকু অগ্রগতি হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। তিনি প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি বলেন, প্রকল্পের দায়িত্ব পাওয়ার পর তেমন কোনো বড়ো পরিবর্তন করা হয়নি। আগের পরিচালক যে প্রক্রিয়ায় কাজ করেছেন সেভাবেই তিনি কাজ করছেন। আর্থিক দিক দিয়ে প্রকল্পের এক-তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি জানান। রাঙ্গামাটি, গোপালগঞ্জ ও রংপুর জেলার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই জেলাগুলোতে আপাতত কাজ স্থগিত আছে তবে আইন বহাল আছে; পর্যায়ক্রমে করা হবে। তিনি এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকার বরাদ্দ দিলেই কাজ শুরু করা সম্ভব। প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ধরনের প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম ঘটানোর কোনো উপায় নেই।

জানা যায়, ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংশোধিত প্রস্তাব ২০০১ সালের জুলাই মাসে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও এখনো কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। প্রকল্প প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেন, প্রকল্পটিতে বিগত সরকারের আমলে কিছু কাজকর্ম হয়েছে, বর্তমান সরকার সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রাঙ্গামাটি, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় কার্যক্রম স্থগিত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কোনো অবকাশ নেই। রাঙ্গামাটি বা গোপালগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে পর্যাপ্ত ছাত্র বা শিক্ষক পাওয়া যাবে না। তাই বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপন করবে। প্রকল্পের বরাদ্দ অপ্রতুল প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের বাস্তবতায় কোনো প্রকল্পের বাজেটই পর্যাপ্ত নয়। তারপরও সামগ্রিক বিবেচনায় কাজ করতে হবে। শিক্ষায় বরাদ্দ কতোটুকু তা বিবেচনা করতে হবে।

এ ছাড়াও বিগত সরকারগুলো অনেক কিছু বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা করেছিল, যা বর্তমান সরকার করছে না। তিনি বলেন, শুধু একটি বিল্ডিং তুলে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে ফেললেই কাজ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কতোটুকু মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।